টাইলস

সহজে ও স্বল্প সময়ে স্থাপন করা যায় এবং দৃষ্টিনন্দন বলেই নির্মাণ কাজে টাইলস-এর ব্যবহার এখন বহুগুণে বেড়েছে। ফ্লোর, ওয়াল, ছাদ বা পার্কিং, জায়গাভেদে বিভিন্ন মানের ও দামের টাইলস পাওয়া যায়।

ভবনে বহুল ব্যবহৃত টাইলস

গঠনগত দিক দিয়ে টাইলসের ধরণ বিবেচনায় বাসা বাড়িতে সাধারণত দুই ধরণের টাইলস ব্যবহৃত হয়ঃ

সিরামিক টাইলস

ক্লে টাইলস-এর উপর সিরামিকের লেয়ার দিয়ে সিরামিক টাইলস তৈরি করা হয়ে থাকে। যেকোন দেয়ালে লাগানোর উপযোগী এই টাইলস ছোট ও মাঝারি সাইজের পাওয়া যায়।

হোমোজিনাস টাইলস

- এই টাইলস পুরোটাই একই ম্যাটেরিয়ালে তৈরী।
- এই টাইলস বেশি ব্যবহারে উপরে ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও নিচে থেকে একই লেয়ারে বের হয়ে আসে।
- তাই ফ্লোর ও সিঁড়িতে হোমোজিনাস টাইলস বহুল ব্যবহৃত হয়।
- এই টাইলস বিভিন্ন শেপ ও সাইজের হয়ে থাকে।

নান্দনিকতা ও ফিনিশিং এর জন্য যেসব টাইলস ব্যবহার হয়ে থাকে সেগুলি হলঃ

মিরর পলিশড টাইলস

বর্তমানে বাসাবাড়িতে ফ্লোরে যে টাইলস-এর ব্যবহার সবচেয়ে বেড়েছে তা হল মিরর পলিশড টাইলস। বড় সাইজের ও উজ্জ্বল হওয়াতে বাসা ও শোরুমে ব্যবহৃত হয় বেশি। মিরর পলিশড টাইলস অবশ্যই উন্নতমানের হতে হবে, তা না হলে অচিরেই উজ্জ্বলতা হারাবে এই টাইলস।

রাস্টিক টাইলস

ভবনের বাইরের দেয়ালে, বাউন্ডারি ওয়ালে এমনকি বাসার ভেতরেও যেকোন এক দেয়ালে রাস্টিক ফিলিংস আনতে এই টাইলস এর বিকল্প নেই। স্টোন চিপস দিয়ে তৈরি এই টাইলস বিভিন্ন সাইজ ও ডিজাইনে বাজারে পাওয়া যায়। এর ব্যবহার বাসার অন্দরে ও বাইরে আলাদা আভিজাত্য ও নান্দনিকতা যোগ করে।

ম্যাট টাইলস

সাধারণত ফ্লোরে পিচ্ছিলতা এড়াতে ম্যাট ফিনিশড টাইলস ব্যবহার করা জরুরী। লক্ষ রাখতে হবে বাথরুমে দেয়ালের এবং ফ্লোরে একই রকম টাইলস ব্যবহার করা উচিত নয়।

এছাড়াও সিমেন্টের তৈরি হেভি লোড বিয়ারিং পার্কিং টাইলস রয়েছে যা বাগান, ফুটপাত, ছাদে ব্যবহার করা যায়।

টাইলস বসানোর সময় লক্ষণীয় বিষয় সমূহঃ

- ফ্লোর ভাল করে চিপিং করতে হবে। এরপর পরিষ্কার করে নিতে হবে।
- রুম ভালো করে মেপে টাইলস বসানো শুরু করতে হবে, যেন কাটপিস সামনের দিকে না পড়ে।
- প্রথমে ওয়াল টাইলস এরপর ফ্লোর টাইলস বসাতে হবে।
- টাইলস ব্যবহারের পূর্বেই ভালো করে ভেজাতে হবে,
- বিশেষত সিরামিক টাইলস অবশ্যই ভিজিয়ে ব্যবহার করতে হবে।
- টাইলস বসানোর কাজে রাবারের হাতুড়ি ব্যবহার করতে হবে।
- টাইলস বসানোর সাথে সাথে টাইলসে লেগে থাকা বালি সিমেন্ট পরিষ্কার করে ফেলতে হবে, দেরি হলে স্ক্র্যাচ পড়ে যেতে পারে।
- **টাইলস বসানো হয়ে গেলে পরদিন ফ্লোর টাইলস কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা কিউরিং করতে হবে।**

টাইলসের পয়েন্টিংঃ

- টাইলস বসানোর পরে অবশ্যই ভালো মত পয়েন্টিং করতে হবে। পয়েন্টিং হল টাইলসের জয়েন্ট ফিলাপ করা ও দুই টাইলসকে জোড়া দেওয়া। অনেকেই পয়েন্টিং ছাড়া টাইলস বসানোকে সুবিধাজনক মনে করে। কিন্তু টাইলসের পয়েন্টিং অত্যাবশ্যক।
- পয়েন্টিং না করলে গরমকালে তাপমাত্রার প্রসারণজনিত কারণে একটি টাইলস আরেকটি টাইলসের উপর উঠে গিয়ে ভূ-কম্পন জনিত দূর্ঘটনার মত ঘটনা ঘটে। এছাড়া ফাঁকা জায়গাতে পানি জমে যায়, পিঁপড়া বাসা বাঁধে।
- তাই কোড অনুযায়ী ২-৫ মিঃমিঃ পর্যন্ত গ্যাপ বজায় রেখে পয়েন্টিং করতে হবে। অর্থাৎ এই গ্যাপটুকু গ্রাউটিং দিয়ে পূরণ করতে হবে।

অনেকের ভ্রান্ত ধারণা লেজার কাট টাইলস লাগানোর সময় গ্যাপ রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু লেজার কাট করা হয় মূলত স্কয়ার সাইজ করার জন্য, পয়েন্টিং ছাড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে না। কাজেই এই টাইলসেও পয়েন্টিং বাধ্যতামূলক।